জরাসন্ধের
ছায়াতার

রমেশ সাইগল্ প্রোডাক্সন্সের নিবেদন

ছায়াতীর

কাহিনী : জরাসন্ধ ॥ চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : সুশীল বিশ্বাস ॥ সংগীত : অভিজিৎ ব্যানার্জী ॥ প্রযোজনা : রমেশ সাইগল্ ॥ গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ॥ সম্পাদনা : গোবর্ধন অধিকারী (মনি) ॥ চলচ্চিত্রায়ণ : কে. এ. রেজা ॥ শিল্পনির্দ্দেশনা : সোমনাথ চক্রবর্তী ॥ শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল ॥ রূপসজ্জা : মদন পাঠক ॥ সাজসজ্জা : নিমাইচন্দ্র দাস ॥ ব্যবস্থাপনা : সুধীর বসু ॥ দৃশ্যপট : প্রবোধ ভট্টাচার্য ॥ স্থির চিত্র : তরুণ গুপ্ত ॥ পরিচয় লিখন : দিগীন ষ্টুডিও ॥ অঙ্কন : ভিস্যুয়াল এ্যাডভার্টাইজিং ॥ প্রচার পরিচালনা : গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ ॥

নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে ॥

চরিত্র চিত্রণ

বিকাশ রায়, বিনতা রায়, মাধবী চক্রবর্তী, শ্রাবণী বসু (অঃ), গীতালি রায় (দত্ত), তপতী ঘোষ, সুরুচিসেনগুপ্ত, টুপা, সরস্বতী চক্রবর্তী, শীলা রোজারিও, অজয় গাঙ্গুলী, রবি ঘোষ, জহর রায়, অজিতেশ ব্যানার্জী, শিশির বটব্যাল, অমূল্য সান্যাল, চিন্ময় রায় মির্জা মহম্মদ, মনোজকুমার, সুজিৎ বটব্যাল, প্রণব বসু দ্বিজু ভাওয়াল, বিকাশ তালুকদার, দিলীপ ভৌমিক, প্রমোদ চৌধুরী, শঙ্কর ভট্টাচার্য, হাসি মজুমদার, দিব্যেন্দু মজুমদার, মদন দাস, সুমিত্রা সেন, সুনীত বসু, অনীল খাঁ, কুশ চ্যাটার্জী, বীরেন চাটার্জী, নৃপতি চ্যাটার্জী, সুশীল মজুমাদর ॥

সহকারী

চিত্রনাট্যে : নন্দিতা বিশ্বাস ॥ পরিচালনায় : উজ্জ্বল ব্যানার্জী, হিমাংশু পাল ॥ সংগীতে : গৌতম ব্যানার্জী ও সলিল ব্যানার্জী ॥ সম্পাদনায় : অশোক ঘোষ ॥ চলচ্চিত্রায়ণে : নির্ম্মল মল্লিক । শিল্পনির্দ্দেশনায় : সুরথ দাস ॥ শব্দানুলেখনে : অনিল নন্দন ॥ রূপসজ্জা : শম্ভু দাস ॥ শব্দ পুনর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী, ভোলানাথ সরকার, পাঁচু গোপাল ॥ ব্যবস্থাপনায় : সন্তোষ দাশগুপ্ত রামস্বরূপ পাণ্ডে ॥ আলোকসম্পাতে : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, কেষ্ট দাস, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং, বেনু ধর ॥ দৃশ্যসজ্জা : পঞ্চু পোরে, কালিন্দী, মণি সর্দ্দার, ননী সর্দ্দার, গোপাল, মহম্মদ, হারা, সন্তোষ, সুশীল, জব্বর ॥

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও নং ১-এ গৃহীত ॥ আর. বি. মেতহার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবেরটরীজে পরিস্ফুটিত ॥ পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, অজিত ঘোষ, রবীন ব্যানার্জী কানাই ব্যানার্জী ॥

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অনিমা মজুমদার ॥ রত্না পাল ॥ সীতা ওয়ার্লড ট্রাভেল প্রাঃ লিঃ ॥ গ্রেগরী গোমেস ॥ লাট বাগান (হুগলী) ॥ রামকৃষ্ণ সুইটস্ (ব্যাণ্ডেল) ॥ কমল মুখার্জী (হাটারী) ॥

পরিবেশনে ● সুষমা ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটর্স-৮৭ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ॥

হিমাংশু গুপ্ত।

গোটা একটা মানুষ। যিনি প্রথম জীবনের সামান্য অবস্থা থেকে নিষ্ঠা সততা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত। জীবনটা একটানা সুখেই বয়ে চলবার কথা! তা হলো না। প্রাচুর্য আর স্বাচ্ছন্দ এক সময়ে অভিশাপ হয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার ব্যালকনীতে বসে বুঝি সেই কথাই বার বার ভাবেন মিঃ গুপ্ত। ভাবেন, কোথায় গেল দৌলতপুরের সেই মিষ্টি পরিবেশের শান্ত-সুখী জীবন। আর মলিনা? তাঁর কথাও ভাবেন হিমাংশু গুপ্ত। একমাত্র ছেলে হীরু শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে যাবে তাও বুঝি ভাবতে পারেন না তিনি। সাধ ছিল, একমাত্র মেয়ের বিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দেবেন। সেখানেও ভাগ্যবিড়ম্বনা!

যাঁদের জন্য উদয় অস্ত পরিশ্রম করে সংসারে স্বাচ্ছন্দ আর প্রাচুর্য আনলেন হিমাংশু গুপ্ত, তাঁরা, সেই বড় আপনজনেরা শেষ পর্যন্ত কী পুরস্কার দিল তাঁকে?

কাহিনী

দিল। পুরস্কার না হোক এক রাশ শ্রদ্ধা দিয়ে একজন হিমাংশুবাবুকে ভরিয়ে তুলেছিল। সে কণিকা। যার সঙ্গে তাঁর দেনাপাওনার কোন সম্পর্কই ছিল না। কণিকাই সেবা আর যত্ন দিয়ে হিমাংশুবাবুকে সুস্থ করে তুলেছিল। পরগাছা যে সে পরগাছাই। প্রতিদানে সেই কণিকা পেয়েছিল হিমাংশুবাবুর আপন জনদের কাছ থেকে একরাশ অপমান!। .....

সহ্য যেন সীমানা অতিক্রম করল।

স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়ালেন হিমাংশু গুপ্ত। একবার শেষ চেষ্টা করলেন। ওদের কাছে আবেদন করলেন। অনুনয় করলেন সহজ পরিমিত জীবনে ফিরে আসবার জন্য।

মলিনা আর ওরা সবাই একই রয়ে গেল। সেই দুরন্ত। অগোছাল!

হিমাংশু গুপ্ত সারা জীবন ধরে যেন এক তপ্ত মরুভূমির ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে সহসা থমকে দাঁড়ালেন। চাই ছায়া! কোথায়, ছায়া! যার তীরে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা চলে.....???

গান

১ম ॥ গেয়েছেন : মান্না দে ॥

শহরের মানুষগুলোর বুদ্ধি আছে
শোনরে যদু।
ওরা যে আকাশের বিজলীটাকে বিজলী বাতি করেছে
বুঝলি কি না?
তাই না দেখে গাঁয়ের যত জোনাক পোকাগুলো
ঝিক্ মিক্ ঝিক্‌মিক্ হিংসে করে মরেছে, বুদ্ধি আছে।
ঝাঁই ঘিচার ঘিচ্ ঘিনিতা ঘিচ্ ঘিনিতা
লাগে বুমাবুম্, বুমাবুম্ লাগে বুমাবুম্ বুম্।
গাঁয়েরই মানুষগুলো রোদে জলে চাষ করে ঐ
আর তাদেরই পাঁজরাগুলো ঝাঝরা করে শহরের
মানুষগুলো আনন্দেতে বাস করে।
ওরা. যে আমাদের বানিয়েবোকাসুখেরই নাগরদোলায়
চড়েছে-বুদ্ধি আছে।

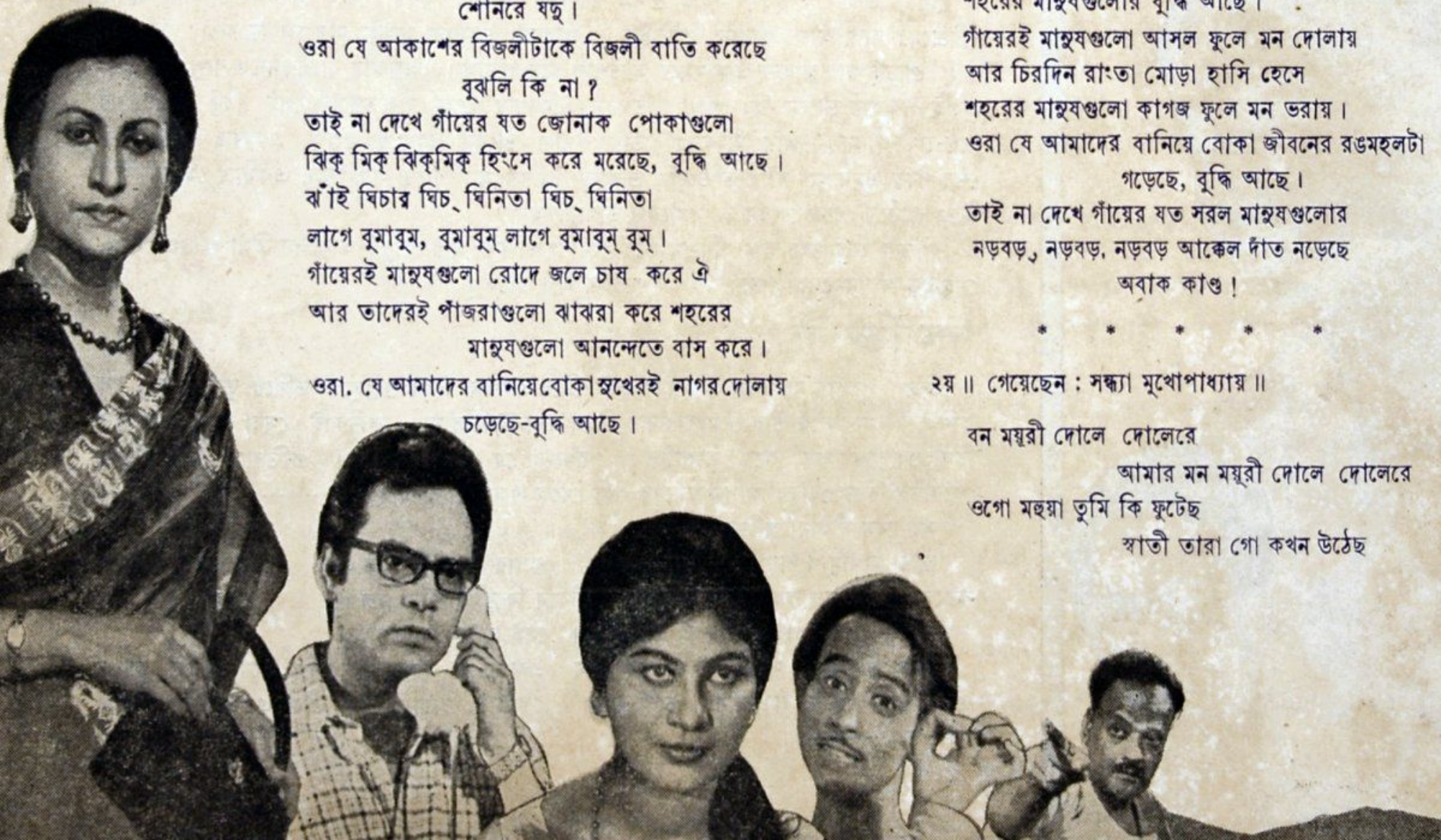

তাই না দেখে গাঁয়ের যত সোনার ধানের গোলায়
দাউ দাউ দাউ আগুণ যেন ধরেছে—বুঝলি যদু?
শহরের মানুষগুলোর বুদ্ধি আছে।
গাঁয়েরই মানুষগুলো আসল ফুলে মন দোলায়
আর চিরদিন রাংতা মোড়া হাসি হেসে
শহরের মানুষগুলো কাগজ ফুলে মন ভরায়।
ওরা যে আমাদের বানিয়ে বোকা জীবনের রঙমহলটা
গড়েছে, বুদ্ধি আছে।
তাই না দেখে গাঁয়ের যত সরল মানুষগুলোর
নড়বড়, নড়বড়, নড়বড় আক্কেল দাঁত নড়েছে
অবাক কাণ্ড!

* * * * *

২য় ॥ গেয়েছেন : সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥

বন ময়ূরী দোলে দোলেরে
আমার মন ময়ূরী দোলে দোলেরে
ওগো মহুয়া তুমি কি ফুটেছ
স্বাতী তারা গো কখন উঠেছ

গুণ গুণ গুণ নূপুরের রুন ঝুন ঝুন
শোন আজ ঐ ফাল্গুন সুর তোলে তোলেরে।
আহা বন ময়ূরী·····দোলে দোলেরে
এই যে এত আলো আশা
এ তোমার আমারই ভালোবাসা॥
তাই কি কাঁকন বাজে আজ রিন্ ঝিন্ ঝিন্ বোলে
আহা বন ময়ূরী·····দোলে দোলেরে
চোখ গেল, চোখ গেল কে কাকে কে ডাকে
চোখ গেলে, মন গেলে কি থাকে ?
এ যেন এক গানের মেলায়
এ তোমার পাওয়া প্রাণের খেলায়
তবু এ লগন মিছে আজ যায় কেন চলে॥

* * * * *

৩য় ॥ গেয়েছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

রূপসী বাঙলার এই যে পথ ঘাট
ধান সিঁড়ি নদী নক্সী কাঁথার মাঠ
পাখীরা জলসা বসালো দেবদারু গাছে···আহা
এদের পেয়ে মনে হয় যেন, এদের ঘিরেই
শান্তি যেন আছে॥
শিশির যেন সবুজ ঘাসে মুক্ত হীরে ছড়িয়ে হাসে
আকাশটা যে চিরকালের মুক্তি ভরা ঠিকানা
মাছরাঙাটা মুখ দেখে ঐ আয়না নদীর কাঁচে
আমার কি হল আনন্দে, তাই বাম চক্ষু যে নাচে

একটি দুটি ঘুঘুর ডাকে দুপুরটা যে ঝিমিয়ে থাকে
বাতাস বাউল বাজায় যে তার চিরকালের দোতারা
এরা হৃদয় দিয়ে হৃদয় নিয়ে নেয় যে টেনে কাছে
এবার এদের পেয়ে জীবন যেন সত্যি করেই বাঁচে।

আমাদের কথা

বাংলা ছবির বৈশিষ্ট্য বাস্তবানুগ কাহিনীতে, রুচিশীল উপস্থাপনায়। অথচ অধিকাংশ বাংলা ছবি আজ দুর্দশাগ্রস্ত। সস্তা নিম্নমানের প্রমোদ উপকরণে-ঠাসা হিন্দী ছবির ক্রমবর্ধমান চাহিদা এর অন্যতম কারণ। কিছু বাংলা ছবিও তার অনুসরণে রুচিহীনতার পরিচয় দিয়ে পবিত্রতা নষ্ট করছে।

আমরা চিন্তিত! তবুও ঝুঁকি নিয়েছি। জানি, বাংলার দর্শক রুচি সম্পন্ন ছবিকে অবহেলা করেন না। তাই আমরা সবার জন্য এমন একটি বাস্তব জীবন-কাহিনী চিত্রায়িত করেছি যা দেখলে, সিনেমা দেখাই হবে না, হবে জীবন দর্শন। বাংলার সংস্কৃতি ঐতিহ্য আর শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে আস্থা রেখেই তৈরী হয়েছে **ছায়াতীর**

Edited & Published by : **Sri Gouranga Prasad Ghosh** from Sushma Film Distributors, 87, Dharmatolla Street, Calcutta-13. &
Printed by : **JAMES & SMITH,** 20, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.